সমকাল

তারিখ 16 NOV 2016
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

আকাশের নিচে পাঠদান

দেখার কেউ নেই

■ জিতেন চন্দ্র দাস, *রৌমারী (কুড়িগ্রাম)*

ব্রহ্মপুত্র নদে সম্পূর্ণ বিলীন হয়ে গেছে খেদাইমারী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়টি। ফলে দীর্ঘদিন ধরে স্কুলের কোমলমতি শিক্ষার্থীরা খোলা আকাশের নিচে রোদ-বৃষ্টিতে ভিজে ক্লাস করছে। এতে পড়ালেখা ব্যাহতসহ নানা সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। রৌমারী উপজেলায় খেদাইমারী প্রাথমিক বিদ্যালয়টি ১৯৯৩ সালে স্থাপিত হয়। প্রাথমিক বিদ্যালয়টিতে লেখাপড়ার মান ভালো। বর্তমানে বাগুয়ারচর নামক স্থানে স্থানীয়দের সহযোগিতায় বাঁশ ও টিন দিয়ে একটি ছাপরা তৈরি করে পাঠদান চলছে। ছাপরা ঘরে সাড়ে ৩শ' শিক্ষার্থীর জায়গা হচ্ছে না। এ ছাড়া পর্যাপ্ত আসবাবপত্রও নেই। সোমবার পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র মিঠুন, লিটন, চতুর্থ শ্রেণির ঝর্ণা, দ্বিতীয় শ্রেণির রাশেদুল জানায়, প্রচণ্ড রোদে সীমাহীন কষ্ট সহ্য করে খোলা আকাশের নিচে ক্লাস করতে গিয়ে অনেক শিক্ষার্থী অসুস্থ হয়ে পড়ছে। বৃষ্টির দিনে শিক্ষার্থীদের বই-খাতাসহ স্কুলের বেঞ্চ ভিজে গিয়ে জ্বরসহ ঠাণ্ডাজনিত নানা রোগে ভুগতে হয়। প্রধান শিক্ষক আবু বক্কর সিদ্দিক জানান, চলতি বছর ১৯ এপ্রিল বিদ্যালয়টি সম্পূর্ণ নদীতে বিলীন হয়ে যায়। উপজেলা প্রকৌশলী, নির্বাহী অফিসার, উপজেলা চেয়ারম্যান, উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা ও স্থানীয় এমপি পরিদর্শন করে বিদ্যালয়টি বাগুয়ারচর নামক স্থানে স্থানান্তর করার নির্দেশ দেন। কিন্তু ভবন ও শ্রেণি কক্ষের সংকটে দুই শিফটে ছাপরা ঘরে শিক্ষার্থীদের পাঠদান করতে হচ্ছে। উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা ফরহাদ হোসেন বলেন, বিষয়টি নিয়ে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে।

কুড়িগ্রামের রৌমারীর খেদাইমারী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের খোলা আকাশের নিচে পাঠদান করাচ্ছেন শিক্ষক

» সমকাল